জিম্বাবুয়ে সফর থেকেই ক্রিকেট স্কোয়াডে যুক্ত হচ্ছে পর্যবেক্ষক

স্পোর্টস রিপোর্টার

টুয়েন্টি-২০ বিশ্বকাপে যাচ্ছেতাই পারফরমেন্সে ক্রিকেট দলের কারো কারো বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের যে অভিযোগ উঠেছে সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে বিসিবিকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে পরবর্তী বোর্ড সভা পর্যন্ত। পর্যবেক্ষক মর্যাদায় ক্রিকেট দলের সঙ্গে বিসিবি'র যে দুই পরিচালক ইংল্যান্ড সফর করেছেন তাদের রিপোর্ট এবং সুপারিশমালা জমা দেয়ার কথা আগামী ১১ জুলাইয়ে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী বোর্ড সভায়। ঐ দু'জনের রিপোর্টে কি থাকছে, ইতোমধ্যে সে মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিসিবি'র বেশ ক'জন পরিচালকের বক্তব্যে। জিম্বাবুয়ে সফরের পর টিম ম্যানেজমেন্টে আমূল পরিবর্তন আসছে– টিম অপারেশন্স ম্যানেজার শফিকুল হক হীরা, ফিল্ডিং কোচ সালাহউদ্দিন এবং কম্পিউটার এনালিস্ট নাসির আহমেদ নাসু হারাচ্ছেন দায়িত্ব, সে আভাস পাওয়া গেছে বিসিবি'র সর্বশেষ ওয়ার্কিং কমিটির সভায়। এমনকি ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির প্রধান এনায়েত হোসেন সিরাজের ভূমিকা নিয়েও সন্তুষ্ট নন কোন কোন বোর্ড পরিচালক, বিচ্ছিন্নভাবে শোনা যাচ্ছে তা। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরবর্তী সফর থেকে ক্রিকেট স্কোয়াডের সঙ্গে একজন বোর্ড পরিচালক সম্পৃক্ত হবেন, ওয়ার্কিং কমিটির সর্বশেষ সভায় এ প্রস্তাবই নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

বিসিবি'র টাকায় পর্যবে ক্ষক মর্যাদায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়, স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত হবেন তিনি। দলের সঙ্গে একই হোটেলে আবাসন থাকবে তার, অনুশীলন এবং ম্যাচ ভেন্যুতে থাকবেন তিনি দলের সঙ্গে। পুরো স্কোয়াডের গতিবিধি তার সার্বক্ষণিক নজরদারিতে থাকবে। জিম্বাবুয়ে সফর থেকেই টিম ম্যানেজমেন্টের উপর নজরদারির প্রয়োজনে এমন আইডিয়া প্রয়োগে একমত হয়েছেন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ। ঐ সফরে পর্যবেক্ষক মর্যাদায় স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত হবেন বিসিবি'র পরিচালক এবং জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ কমিটির এক সদস্য দিয়েছেন এ তথ্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের মাঝপথেও যুক্ত হতে পারেন পর্যবেক্ষক মর্যাদার কেউ, বোর্ড সভার আগেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে বোর্ড, সে সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন ঐ সূত্র। 'একটি বিষয়ে বোর্ডের অনেকেই একমত, তা হচ্ছে টিম অপারেশন্স ম্যানেজার এবং ফিল্ডিং কোচ পদে পরিবর্তন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এ নিয়ে কথা হয়েছে। যেহেতু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে আমাদের হাতে সময় তেমন ছিল না তাই ম্যানেজমেন্টে পরিবর্তন আনা যায়নি। জিম্বাবুয়ে সফরের পর তারা স্বপদে বহাল থাকছে না, নীতিগতভাবে আমরা একমত হয়েছি ঐ সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে স্কোয়াডের সঙ্গে একজন বোর্ড পরিচালককে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তার পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট গুরুত্ব পাবে, পুরো স্কোয়াডের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে তার।'

এদিকে বিসিবি'র পরবর্তী সভায় টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের প্রস্তাবনা উঠবে, অন্য এক পরিচালক সে প্রস্তাবনার কথাই বলেছেন– 'বোর্ডে এখন দু'টি ধারা, যারা ক্রিকেট খেলেছেন এবং যারা ক্রিকেট খেলেননি। বোর্ড পরিচালকদের মধ্যে যারা অতীতে ক্রিকেট খেলেছেন, টেকনিক্যাল কমিটিতে তাদের রাখলে বোর্ড উপকৃত হবে।'

টুয়েন্টি-২০ বিশ্বকাপে যাচ্ছেতাই পারফরমেন্স বোর্ডের চোখ খুলে দিয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে দল ছেড়ে দিয়ে যতোটা সুফল আশা করেছিল বোর্ড, বর্তমানের টিম ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের সে আস্থার প্রতিদান দিতে পারেনি। এদিকে টিম অপারেশন্স ম্যানেজারের রিপোর্টে খেলোয়াড়দের কারো বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ না থাকায় এই রিপোর্টকে সাজানো প্রতিবেদন হিসেবে মনে করেছেন সংশ্লিষ্ট এক পরিচালক– 'এক পৃষ্ঠার ছোট্ট রিপোর্টে কোথাও অধিনায়ক, কিংবা কারো বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের রিপোর্ট নেই। মনে হয়েছে কারো কর্তৃক আদৃষ্ট হয়ে রিপোর্টটি তিনি লিখেছেন। আশরাফুলকে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছিল, সেই নির্দেশ মেনে চলেনি সে। তার রিপোর্টের আলোকে বলতে হয়,

এটাই আশরাফুলের অপরাধ। তাহলে মিডিয়াতে যেসব খবর বেরুলো, গভীর রাতে হোটেলের বাইরে গিয়ে তার ডিনার এবং অসদাচারণ, এসব সত্য হলে তার লেখা উচিৎ ছিল, প্রত্রিকারান্তরে প্রকাশিত খবর মিথ্যা এটাও লেখেননি তিনি। টিম ম্যানেজারের এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আশরাফুলকে অভিযুক্ত করার উপায় নেই। বরং এ ধরনের রিপোর্ট লিখে তিনি প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার যে অপেচাষ্টা করেছেন তাতে ম্যানেজারকেই অভিযুক্ত করা সমীচিন'।

পন্টিং ইংল্যান্ডে হারের প্রতিশোধ নিতে চান

ইন্টারনেট ঃ পন্টিংয়ের জীবনে সব আশায় পূর্ণ হয়েছে। দুটি বিশ্বকাপ জিতেছেন। পাঁচ বছর ধরে দলকে রেখেছেন টেস্টের সেরা দল হিসেবে। টেস্টে বিশ্বের অপ্রতিরোধ্য তার দর এখনও পর্যন্ত। এতকিছু সাফল্যের পরও তার মনে কোথায় যেন অপূর্ণতার কালো মেঘ জমে আছে মনের আকাশের একটি কোনায়। মেঘটি আর কিছু নয়। চার বছর আগে তার নেতৃত্বে অ্যাসেজ পরাজয়ের দুঃখ। অধিনায়কত্বের ভার ঘাড়ে নিয়ে ২০০৫ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে ২-১ ম্যাচে হেরে অ্যাসেজের উপর ২০ বছরের অস্ট্রেয়িানদের আধিপত্য ক্ষুন্ন করেছিলেন। ধীকৃতি পেতে হয়েছিল দেশে। তার স্মৃতিতে এখনো ভাসছে সে দৃশ্য, "পুরো দলের মত ২০০৫ সালে অ্যাসেজ হেরে আমি খুবই হতাশ হয়েছিলাম। আমি ভাগ্যবান যে অস্ট্রেলিয়া মত এমন একটি দলে খেলছি যারা ক্রিকেটে এখন আধিপত্য বিস্তার করছে।" যদিও ২০০৭ সালে দেশের মাটিতে ৫-০ তে ইংলিশদের হারিয়ে মনের ঝাল ভালভাবেই মিটিয়েছিলেন। তবুও যেন ইংলিশ হারের ক্ষতটি এখনো ভুলতে পারছেন না কিছুতেই। ইংলিশদের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার এটি মোক্ষম সময়। তাই তাসমানিয়ান এ ব্যাটসম্যান বলেন, "অধিনায়ক হিসেবে একটি জিনিস আমি এখনো অর্জন করতে পারিনি। সেটি ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যাসেজ জয়। এবং এটি নিশ্চিত করতে চাই যে বাকি অন্যদের মতো আমি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অতিক্রম করতে চাই। "

পন্টিং যতই ভাবুন চলতি টেস্ট সিরিজ কোন ভাবেই সুখকর হতে দেবে না ইংলিশরা। ক্যাঙ্গারুদের বধ করার ফাঁদ ইতোমধ্যেই পেতে রেখেছে। এবার অ্যাসেজে যারা এসেছে বেশির ভাগই তরুণ। ইংলিশ কন্ডিশনে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা হাতে গোনা কয়েকজনের রয়েছে। দলে নেই শেন ওয়ার্ন বা ম্যাকগ্রাদের মত বোলার। ব্রেটলিও অনেক দিন দূরে রয়েছে টেস্ট ম্যাচ থেকে। হেইডেন ও ল্যাঙ্গারের অভাব এখনো কেউ ঠিকমত পূরণ করতে পারিনি। তাই অসি বধ করার জন্য এমন স্টেডিয়ামগুলো বেছে নিয়েছে, যেখানে সাম্প্রতিককালে তাদের কোন সুখস্মৃতি নেই। যেমন ধরুন প্রথম টেস্ট হচ্ছে কার্ডিফে। এখানে টেস্ট খেলার কোন অভিজ্ঞতা নেই অসিদের। আর যে স্মৃতিটি এখনো অস্ট্রেলিয়াকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তাহল বাংলাদেশের কাছে এ মাঠে একদিনের ম্যাচে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ ২০০৫ সালে।

বিদেশী কোচ অথবা ট্রেনারের খোঁজে আবাহনী

স্পোর্টস রিপোর্টার

পুরো আগস্ট জুড়ে আসন্ন ফুটবল মৌসুমের ফুটবলার দলবদল। ক্লাবগুলোর অনুশীলনের সময় পাবে এক মাস (সেপ্টেম্বর)। অক্টোবরে ক্লাব কাপ দিয়ে শুরু হবে ঘরোয়া ফুটবল। পর্যায়ক্রমে বি. লীগ, সুপার কাপ এবং বাফুফের অন্য সব আয়োজনের পাশাপাশি থাকবে আন্তর্জাতিক ফুটবল। এভাবেই চূড়ান্ত আছে ফুটবল আসন্ন মৌসুম। ফুটবল মৌসুমের মূল উন্মাদনার দলবদল। যা শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। জায়ান্টা আবাহনী মোহামেডান মোটামুটি ঘর গুছিয়ে নিয়েছে। গত মৌসুমের তিনটি ট্রফির মধ্যে ফেডারেশন কাপ এবং সুপার

কাপ ঘরে তুলে নিয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আবাহনী পেয়েছে বি. লীগের শিরোপা। বি. লীগের টানা দুই শিরোপাই পেয়েছে আবাহনী। ফেডারেশন কাপ এবং সুপার কাপের রানার্সআপ আবাহনীর টার্গেট মৌসুমের ট্রেবল শিরোপা। তার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে ধানমন্ডির আকাসী হলুদ জার্সিধারীরা। ঘর গোছানোর পাশাপাশি তাদের লক্ষ্য এখন বিদেশী কোচ অথবা ট্রেনার।

ইতোমধ্যেই তারা মাঠে নেমেছে বিদেশী কোচ অথবা ট্রেনানের খোঁজে। আবাহনী লিমিটেডের পরিচালক এবং বাফুফের সহ-সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ জানালেন তারা কোচ অথবা ট্রেনানের খোঁজে এশিয়ার দিকে ঝুকছে। ২০০৪ এবং ২০০৭ ফুটবল মৌসুমে আবাহনীর কোচ ছিল রাশিয়ান এবং আর্জেন্টাইন। দুই কোচের কেউ সাফল্য এনে দিতে পারেনি আবাহনীকে। অভিজ্ঞতাও সুখকর ছিলনা। সর্বশেষ আর্জেন্টাইন কোচ আন্দ্রেস কুশিয়ানী বি. লীগের মাঝপথেই বিদায় নিয়েছেন। পরবর্তীতে স্থানীয় কোচ অমলেশ সেনই আবাহনীকে দিয়েছে প্রথম বি. লীগ শিরোপার স্বাদ। বিদেশী কোচ বা ট্রেনার এলেও তার সাথে কাজ চালিয়ে যাবেন অমলেশ সেন জানালেন কাজী নাবিল আহমেদ। ‘ভালোমানের কোচ বা ট্রেনার পেলে নিতে চাচ্ছি আমরা। বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে। চার পাঁচ জনের প্রোফাইল পেলে তা থেকে বেছে একজনকে নেয়া হবে’ বললেন কাজী নাবিল আহমেদ। বিদেশী কোচ বা ট্রেনারের জন্য মাসে তিন থেকে পাঁচ হাজার ডলার গুনতেও রাজি আছে আবাহনী– জানালেন তিনি। আবাহনীর ফুটবল ম্যানেজার সত্য জিৎ দাশ রূপু জানালেন কোচ হোক বা ট্রেনারই হোক তাদের দৃষ্টি এশিয়ার দিকে। ইরাক, ইরান বা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কোচ বা ট্রেনার পেলে ভালো হবে মনে করেন সত্যজিৎ দাস রূপু, ‘আমরাা এশিয়ার কোচই খুঁজছি। ইরাক, ইরান, জাপান বা কোরিয়ার কোচ হলে ভালো হয়। কারণ এরা বাংলাদেশের ফুটবলের বাস্তবতা বুঝবে।’

রজার ফেডেরারের লাকি সেভেন

স্পোর্টস রিপোর্টার

ঘাসের কোর্টে ফেডেরার রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা থেকে এক ম্যাচ মাত্র বাকি। জার্মানীর টমি হ্যাসকে হারিয়ে টানা সপ্তমবারের মতো অল ইংল্যান্ড ক্লাবের শিরোপা লড়াইয়ে এখন এই সুইস। ফেডেরারের লাকি সেভেনের কাছে প্রথম কোন গ্র্যান্ডস্লামের ফাইনালে উঠার স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেলে বর্ষীয়ান হ্যাসের। শেষ চারের লড়াইয়ে তিনি যে হেরে গেছেন। সরাসরি সেটে টানা সপ্তমবারের মতো উইম্বলডনের ফাইনালে ফেডেরার তাকে ৭-৫, ৭-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়ে দেন। এর ফলে উইম্বলডনের সোয়াশ বছরের ইতিহাসে প্রথম টেনিস তারকা হিসেবে টানা সাতটি ফাইনাল খেলবেন তিনি। এই হ্যাসই ফ্রেঞ্চ ওপেনে প্রথম দুই সেট জিতে তার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই হারের প্রতিশোধ মিশনে তিনি ফেডেরার সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না। আরো অনেক প্রাপ্তির সামনে দাঁড়িয়ে এখন ফেডেরার। জার্মানীর টমি হ্যাসকে সেমিফাইনালে হারিয়ে এ প্ল্যাটফর্মটা তিনিই তৈরি করেছেন। আর একটি মাত্র ম্যাচ জিতলেই উইম্বলডনে ৬ষ্ঠ ট্রফি জয়ের সাথে ঘাসেরকোর্টে হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করে ফেলবেন। আর সাথে সাথেই ইতিহাসের পাতায় নিজের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে ফেলবেন সর্বোচ্চ গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী টেনিস তারকা হিসেবে। যৌথভাবে (১৪টি) শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের পিট সাম্প্রাস তখন নেমে যাবেন দুইয়ে। নাদালের কাছে হারানো র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানটিও তখন তার করায়ত্বে এসে যেতে পারে।

মারের সাফল্যের রহস্য

ইন্টারনেট ঃ বর্তমানে বৃটিশ মিডিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিটিকে? সবাই আঙ্গুল তুলবে টেনিস সুপার স্টার

মারের দিকে। স্কটিশ এ তরুণ উইম্বল্ডন টেনিসে দাপিয়েই বেড়াচ্ছেন। তার সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন স্টাইল। মারেকে এবারে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য চেহারায়। খেলার ধরণ পাল্টানোর সাথে সাথে পাল্টেছে চুলের স্টাইল ও পোশাকের স্টাইল। মারের এই হার্টথ্রব চেহারা পিছনে কে আছেন জানেন? তার ছোট কালের বান্ধবী মিস স্কটিশ খ্যাত ক্যাথারিন ব্রাউন। এই বিউটি কুইন টিপস দিয়ে সাজাচ্ছেন তার স্কুলের বন্ধু মারেকে। মিস ব্রাউন এবং মারে পাঁচ বছর বয়সে প্রথম মিলিত হন ডাবলিনের একটি প্রাইমারি স্কুলে। তখন থেকেই তারা একে অপরের সংস্পর্শে আছে। ব্রাউন মনে করেন মারের পোশাক তাকে বদলে দিয়েছে, "যখনই আপনি শারীরিক শক্ত তখন মানসিকভাবে শক্ত থাকবেন এবং এটা দেখা যাবে। তবে আপনি দীর্ঘ ম্যাচ খেলতে পারবেন'।

গাভাস্কারের সতর্কবাণী

ইন্টারনেট ঃ এতদিন আইপিএল বন্দনা অনেক হয়েছে। মিলিয়ন ডলারের এ টুর্নামেন্ট নিয়ে এখন শুরু হয়েছে বিতর্ক। ভারতের টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ব্যর্থতার জন্য আইপিএলকে দায়ী করেন কোচ গ্যারি কারস্টেন। তার সঙ্গে এবার সুর মিলিয়েছেন সুনীল গাভাস্কার। সাবেক এ লিজেন্ডের কাছে মনে হয়েছে আইপিএল'র গাদা গাদা টাকার লোভ ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের মাথা খেয়েছে। কিন্তু এসব তরুণদের উচিত আগে জাতীয় দলের ক্যাপ পরার চেষ্টা করা। গাভাস্কার আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য। অথচ সাবেক ভারতীয় অধিনায়কের মুখে আইপিএল ভীতি, 'আজকাল বাবা-মায়েরা সন্তানদের উৎসাহ দেন ক্রিকেটকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেয়ার জন্য। এর কারণ আইপিএল এবং এর মোটা অংকের হাতছানি। কিন্তু আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে তরুণরা আইপিএলকেই ক্যারিয়ারের আগাগোড়া ভেবে নিয়েছে'। আইপিএলের আগে ইনজুরি মুক্ত থাকার জন্য ভারতের অনেক ক্রিকেটার ঘরোয়া আসর থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। ব্যাপারটা ভালো লাগেনি গাভাস্কারের। তরুণদের প্রতি তার পরামর্শ, আইপিএলের লোভে পা বাড়ানো যাবেনা। জাতীয় দলে খেলার স্বপ্নটাই থাকতে হবে সবার আগে।

পাকিস্তানের সামনে আজ মুরালিবিহীন শ্রীলঙ্কা

টেস্ট সিরিজের ফিকচার

তারিখ	ম্যাচ	ভেন্যু
৪-৮ জুলাই	১ম টেস্ট	গলে
১২-১৬ জুলাই	২য় টেস্ট	কলম্বো
২০-২৪ জুলাই	৩য় টেস্ট	কলম্বো

ইন্টারনেট

টোয়েন্টি টোয়েন্টির অব্যাহত জনপ্রিয়তায় টেস্ট ক্রিকেটের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে খোদ আইসিসি। ৫ দিনের টেস্ট ম্যাচকে ৪ দিনে নামিয়ে আনার পরিকল্পনাও করছে ক্রিকেটের শাসক সংস্থা। ঠিক এমন সময়ে ক্রিকেটের আদি সংস্করণ টেস্ট ম্যাচে মুখোমুখি পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। দু'দলের তিন টেস্টের

সিরিজের প্রথম ম্যাচ আজ শুরু হবে গলে। ম্যাচের আগে গতকাল একটা দুঃসংবাদ শুনতে হয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। প্রথম ম্যাচে তারা দলে পাচ্ছে না টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেটের মালিক মুত্তিয়া মুরালিধরনকে। অনুশীলনের সময় হাঁটুতে চোট পাওয়ায় তাকে সরে যেতে হয়েছে। মুরালির বিকল্প হিসেবে বাঁ হাতি স্পিনার রঙ্গনা হেরাথ ও অফ স্পিনার সুরাজ মোহামেদকে ডেকেছেন নির্বাচকরা। মুরালিকে ছাড়া পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়া শ্রীলঙ্কার জন্য হয়ে উঠেছে বড় এক চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার মাটিতে দু'দলের অতীত লড়াইয়ের পাল্লাটা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থাকায়।

লড়াইয়ের তীর্ব ঝাঁঝ কিংবা উত্তেজনার রেণু ছড়িয়ে থাকে এখন এ দু'দলের মধ্যেও। ক'দিন আগে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই তো দু'বার মুখোমুখি হয় পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। সুপার এইটে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ফাইনালে সেটির শোধ নিয়ে শিরোপা ঘরে তোলে ইউনিস খানের পাকিস্তান। তবে আজ থেকে শুরু হওয়া টেস্ট সিরিজের মাহাত্ম অন্যরকম। গত মার্চে পাকিস্তান সফরে গিয়ে ইতিহাসের কলঙ্কজনক এক অধ্যায়ের শিকার হয় শ্রীলঙ্কা। লাহোরে তাদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার অভিশাপ এখন টেনে বেড়াতে হচ্ছে পাকিস্তানকে। দেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা তাদের জন্য অলীক স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই পাকিস্তান এবার শ্রীলঙ্কা সফরে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এই দু'দল মুখোমুখি হওয়া মানেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাহোর ট্র্যাজেডি। তাই পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা লড়াই এখন আর পাঁচ-দশটি সিরিজের চেয়ে আলাদা।

এই সিরিজটা বিশেষ কিছু ক্রিকেটারের জন্যও বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক হিসেবে কুমার সাঙ্গাকারার এটি প্রথম টেস্ট সিরিজ। নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়ার পর 'ব্যাটসম্যান' জয়াবর্ধনের সামনে বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। ওদিকে বিদ্রোহী আইসিএল ছেড়ে প্রায় দু'বছর পর পাকিস্তানের জার্সি গায়ে তুলছেন মোহাম্মদ ইউসুফ। টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আব্দুল রাজ্জাক ফিরেছেন ঠিকই, তবে তার প্রমাণের আছে অনেক কিছু। সবশেষে দু'দলের ক্রিকেটারদের কাছেই এটি লাহোরের ক্ষত কাটিয়ে ওঠার সিরিজ।

দু'দলের লড়াইয়ে সাফল্যের পাল্লা পাকিস্তানের দিকেই ভারী। এ পর্যন্ত ১২টি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে পকিস্তান ৬টি আর শ্রীলঙ্কা জেতে মাত্র ২টি সিরিজ। বাকি ৪টি সিরিজ থেকেছে নিষ্ফলা। শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলা ৫টি সিরিজের ৩টিতেই জেতে পাকিস্তান। অবশিষ্ট ২টি হয় ড্র। ফলে শ্রীলঙ্কার মাটিতে গর্ব করার মতো সাফল্য পুঁজি করেই আজ মাঠে নামছে ইউনিস খানের দল। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার জন্য এটি অতীতের রেকর্ড বদলানোর মিশন। পাকিস্তান সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা সফর করেছিল ২০০৫-০৬ এ। সেবার ২ টেস্টের সিরিজ ১-০তে জিতে ফিরেছিল সফরকারীরা। পাকিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা সর্বশেষ সিরিজ জেতে ১০ বছর আগে ১৯৯৯-২০০০ মওসুমে।

রোনাল্ডোর কাছে ইউরোপ এখন ইতিহাস

ইন্টারনেট ঃ কয়েকমাস হলো প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে প্রত্যাবর্তন করেছেন রোনাল্ডো। এরইমধ্যে তিনি করিন্থিয়ান্সের পক্ষে দু'দুটি শিরোপা জিতেছেন। সর্বশেষ তিনি কয়েকদিন আগে কোপা ব্রাজিলের ট্রফি পেয়েছেন। করিন্থিয়ান্সের সাফল্যে অনেকখানি অবদান এই ব্রাজিলিয়ানের। আর এটাই তাকে প্রেরণা যোগাচ্ছে করিন্থিয়ান্সের চুক্তি নবায়নে। আরো একবছর তিনি এ ক্লাবটিতেই থাকছেন– করিন্থিয়ান্সের পক্ষে কোপা লিবারটেডোরাস কাপে খেলার জন্য। ব্রাজিল প্রেসিডেন্ট লুলা ডি সিলভা কোপা ব্রাজিল জেতার পর এক সম্বর্ধনা শেষে এ কথা জানান রোনাল্ডো। ব্রাজিল প্রেসিডেন্টের ইউরোপে ফিরে যাবেন কিনা এমন এক কৌতুহলী প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন 'ইউরোপে আমার দিনগুলি ইতিহাস'। ইনজুরি কাটিয়ে দারুণভাবে মাঠে ফেরায় তিনি রোমাঞ্চিত।

খারাপ সতীর্থ বেকহ্যাম!

ইন্টারনেট

ভক্তকূলের কাছে ডেভিড বেকহ্যাম অসাধারণ ফুটবলার হতে পারেন, কিন্তু লেন্ডন ডনোভানের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন খারাপ সতীর্থ। বেকহ্যামের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রকাশিতব্য বইয়ের একটা অংশে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন ডনোভান। আমেরিকার মেজর লীগ সকারে যে কোন ফুটবলারের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা পান বেকহ্যাম। লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিতে তার বছরে গড় আয় ৬৫ লাখ ডলার, যা শিকাগো ফায়ারে কটেমক ব্লাঙ্কোর আয়ের (২৯.৪ লাখ ডলার) দ্বিগুণ। ৯ লাখ ডলার আয়ের ডনোভান রয়েছেন ৫ম স্থানে। আয়ের এমন ফারাক থাকায় গ্যালাক্সি সতীর্থের প্রতি হিংসা থেকে এমন মন্তব্য করতে পারেন ডনোভান। কিন্তু মার্কিন মিডফিল্ডারের রাগ অন্যকারণে। গত বছর এক ম্যাচে বহিষ্কৃত থাকায় সেদিন মাঠেই যাননি বেকহ্যাম। তাছাড়া দলের প্রতি বেকহ্যাম কতটুকু দায়িত্ববান সেটা নিয়েও সন্দিহান ডনোভান। এ কারণে বেকহ্যামকে খারাপ সতীর্থ বলতে ডনোভানের মুখ এতটুকু কেঁপে ওঠেনি। তবে এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই বেকহ্যামের। বিয়ের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্ত্রী ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে বেকহ্যাম এখন রয়েছেন সিসিলিসে ৫০ হাজার পাউন্ডের এক বিলাসবহুল রিসোর্টে। ১৯৯৯ সালের ৪ জুলাই আয়ারল্যান্ডে মালাবদল করেছিলেন বেকহ্যাম ও ভিক্টোরিয়া। দেখতে দেখতে দাম্পত্য জীবনের ১০টি বছর পার করে দিলেন তারা। বিয়ে বার্ষিকী একান্তে উদযাপনের জন্য তিন ছেলেকে ভিক্টোরিয়ার মা-বাবার কাছে রেখে গিয়েছেন বেকহ্যাম দম্পতি।

কঠিন সিরিজের কথা বললেন আফ্রিদিও

ইন্টারনেট ঃ টুয়েন্টি টুয়েন্টি- এরপর টেস্ট। মারমার কাট থেকে ঠাণ্ডা মাথার ব্যাটিংয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা। টি-২০ মানেই প্রতি বলে চার ছয়ের প্রত্যাশা। সেখানে পাঁচদিনে খেলায় উইকেটে টিকে থাকা। ক্ষুদ্র থেকে লংগার ভার্সনে মানিয়ে নেয়া তাই খানিকটা কঠিন বৈকি। শ্রীলংকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজর শুরুর আগে এই চ্যালেঞ্জের কথাই বললেন পাকিস্তানের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক শহীদ আফ্রিদি। 'শ্রীলংকার সিরিজটি মোটেও সহজ হবে না। টি-২০ থেকে টেস্টে এবং আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াটা আমাদের ক্রিকেটারদের জন্য কঠিন হবে' –প্রথম টেস্টের আগে আফ্রিদি। অবশ্য তিনম্যাচের টেস্টে সিরিজে তিনি খেলছেন না। একদিনের এবং টুয়েন্টি-২০তে মনোযোগ দিতেই তার এ সিদ্ধান্ত। 'যেহেতু আমি গত কয়েকবছর ধরে খুব বেশী টেস্ট খেলেনি তাই বিশ্রাম নিতে চেয়েছি শ্রীলংকার একদিনের সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিতে'। গুজব রয়েছে ইউনিসের অবসরে ক্রিকেটের ক্ষুদ্র ভার্সনের ক্রিকেটে পাকিস্তানকে তিনিই নেতৃত্ব দিবেন। আফ্রিদি অবশ্য এ নিয়ে ভাবছেনই না 'আমি নেতৃত্ব নিয়ে কখনও দৌড়াইনি। পাকিস্তানের পক্ষে খেলা এবং জেতাটাই বিশাল প্রাপ্তি।'

মাঠ বদলাতে চান ম্যারাডোনা

ইন্টারনেট ঃ

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানটান অবস্থার মধ্যে রয়েছে দিয়েগো ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনা। তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষাও অপেক্ষা করছে। বাছাইপর্বের মহা গুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনা খেলবে চিরশত্রু ব্রাজিলের বিপক্ষে। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে রিভার প্লেটের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে। এখানেই আপত্তি ম্যারাডোনার। তিনি চান ম্যাচটা রিভার প্লেটের পরিবর্তে রোজারিওর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে হোক।

ম্যারাডোনার শীষ্যরাও নাকি সেটাই চায়। যুক্তি হিসেবে রিভারের মাঠে আশানুরূপ সমর্থন না পাওয়ার অভিযোগ করেন আর্জেন্টাইন কোচ, ‘ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচে দেখেছি ওদের সমর্থকরা সারাক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করেছে। অথচ এখানে (বুয়েন্স আয়ার্স) সেসবের কিছুই ঘটেনি’। আসলে ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচে প্রচুর সমর্থন আশা করছেন ম্যারাডোনা, ‘ভক্তদের কাছ থেকে আমাদের আরও বেশি সমর্থন দরকার। খেলোয়াড়রাও সেটাই আশা করছে। আর এ কারণেই আমরা রোজারিওর মাঠে যেতে চাইছি’। মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম নিয়ে ম্যারাডোনা ও রিভার প্লেট কর্তৃপক্ষের মধ্যে ইতোমধ্যে এক চোট হয়ে গেছে। গত মাসে এ মাঠে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারাতে গিয়ে আজেন্টিনার খেলোয়াড়দের নাকের জল চোখের জল এক হয়ে ছাড়ে। মাঠের অবস্থা দেখে সেটিকে খানা-খন্দের সঙ্গে তুলনা করেন ম্যারাডোনা। তার এমন কটুক্তির জবাব দিতে ছাড়েনি রিভার প্লেট কর্তৃপক্ষ। ম্যারাডোনাকে প্রকাশ্যে মাফ চাওয়ার দাবিও জানান তারা। অথচ ওই ম্যাচের আগে মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে রক কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। এবড়ো-থেবড়ো মাঠের চারদিকে আবার রয়েছে রানিং ট্র্যাক। ফলে দর্শকদের বেশ দূর থেকে খেলা দেখতে হয়। বাছাইপর্বে বর্তমানে আর্জেন্টিনা রয়েছে ৪র্থ স্থানে। শীর্ষে থাকা ব্রাজিলের চেয়ে তারা ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে। দ ি ণ আমেরিকা অঞ্চলের সেরা ৪টি দল পেয়ে যাবে ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের টিকিট। তাই বিশ্বকাপের চূড়ান্তপর্ব নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই ম্যারাডোনার। এর উপর মাঠ নিয়ে আবার পরিস্থিতি গরম করে ফেললেন আর্জেন্টাইন কোচ।

তবে ম্যারাডোনার আশা পূরণ হতেও পারে। আর্জেন্টাইন ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি হুলিও গ্রন্দোনা জানান, ফুটবলের শাসক সংস্থা ফিফার পক্ষ থেকে শিগগিরই রোজারিও স্টেডিয়ামের সুযোগ-সুবিধা পর্যবেক্ষণ করা হবে। ফিফা পর্যবে ক দল সন্তুষ্ট হলে বাছাইপর্বে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ আয়োজনের সুযোগটা পেতে পারে রোজারিও স্টেডিয়াম। বুয়েন্স আয়ার্স থেকে ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত রোজারিও আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় শহর। এখানে ১৯৭৮ বিশ্বকাপের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ দিয়ে রোজারিওতে ফুটবল উন্মাদনা ফেরানোর সম্ভাবনা জেগে উঠলো ম্যারাডোনার কণ্ঠে।

‘পারিবারিক’ ফাইনালে মুখোমুখি সেরেনা ভেনাস

ইন্টারনেট

সেন্টারকোর্টে মেয়েদের সিঙ্গেলস ফাইনাল এবারও উপভোগ করতে পারলেন না রিচার্ড উইলিয়ামসের। কোর্টে তো নয়ই টিভির পর্দার সামনেও বসবেন না। এমনকি ইন্টারনেটেও তিনি ম্যাচটির খোঁজ নিবেন না। অথচ সেরেনা-ভেনাসের গর্বিত বাবা তিনি। সমস্যাটা এখানেই। দুই বোনের লড়াই তিনি যে কোনসময়ই দেখেন না। অথচ এবারের উইম্বলডনের মেয়েদের সিঙ্গেলসের ফাইনালের লড়াই তার দুই মেয়ে সেরেনা ও ভেনাসের মাঝেই। পাওয়ার টেনিস খেলে উইলিয়ামস বোনেরা টানা দ্বিতীয়বারের মতো সেন্টারকোর্টে এককের শিরোপার জন্য লড়তে যাচ্ছেন। লড়াইটা হতে পারতো অল রাশানও। কিন্তু সেমিফাইনালে তাদের কাছে দুই রাশান– শীর্ষবাছাই দিনারা সাফিনা ও এলেনা দেমেন্তিয়েভা পরাজিত হয়ে আরেকটি উইলিয়ামস ফাইনালের মঞ্চ তৈরি করে দেন। প্রথম সেমিতে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দেমেন্তিয়েভা অবশ্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হেরেছেন। প্রথম সেট জিতেও তাকে বিদায় নিতে হয় পরের দুটিতে টাইব্রেকারে হেরে । কিন্তু দ্বিতীয় সেমিতে বিশ্বের একনম্বর তারকা সাফিনা চ্যাম্পিয়ন ভেনাসের সামনে কোনপ্রকার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। ৬-১, ৬-০তে তিনি বিধ্বস্ত হন। ভেনাসের পাওয়ার সার্বের সামনে সার্বে দুর্বল সাফিনাকে বড্ড বেমানান মনে হয়েছে। একপেষে ম্যাচে এই রুশ আটটি ডাবল ফল্ট করেন। অথচ দুইমাস আগে ইতালিতে তিনি ভেনাসকে হারিয়েছিলেন। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ খুবই নিষ্ঠুরই হলো। ৭৪ বছরের মধ্যে এটাই সেমিতে সবচেয়ে বাজে ফলাফলের রেকর্ড। মাত্র ৫১ মিনিটে এ লজ্জা তাকে উপহার দিলেন উইলিয়ামস বোনদের বড়টি। বড় মঞ্চের বড় ম্যাচে আরেকবার ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন সাফিনা। আরেক রুশ দেমেন্তিয়েভার সেরেনার বিপক্ষের খেলা দেখে তার লজ্জা হবারই কথা নামের সুবিচার করতে না পারার কারণে। তার লজ্জাতেই অবশ্য ভেনাস-সেরেনার স্বপ্ন আরেকবার আলোর মুখ দেখলো। ‘যদি সে তার ম্যাচে না জিততো তাহলে আমাদের ফাইনালে খেলার স্বপ্ন সত্য হতো না। সুতরাং আমি অবশ্যই তার বিপক্ষে

খেলতে চাই কারণ তার আমার এবং আমাদের পরিবারের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে'। ১২৮ জন প্রতিযোগি খেললেন তারপরও দুইবোনের মধ্যে শিরোপা লড়াই এড়িয়ে এবার জয়ী হবেন কে? এটা পাঠকের কাছে বিশাল এক প্রশ্ন হলের তাদের কাছে নয়। সেরেনা চান ভেনাস জিতে স্টেফি গ্রাফের (১৯৯১-৯৩) পর হ্যাটট্রিক পূরণ করুক বড় বোনটি। আর ভেনাস চান সেরেনারই জয় হোক। এর আগে উইম্বলডনে তিন ফাইনালে দুটিতে সেরেনা (২০০২, ০৩) এবং গতবছর জিতেন ভেনাস। সবমিলিয়ে এটা তাদের অষ্টম গ্র্যান্ডস্লাম ফাইনাল। আগের সাতের পাঁচটিতেই জিতেছে ১৮ মাসের ছোট সেরেনা। তবে হেড টু হেডে দুই বোনই সমানে সমান ১০:১০। যিনিই জিতবেন তার সামনে র্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠার হাতছানি।

বেরসিক চোর

ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করছে চোর। মালিককে হুমকি দিচ্ছে নগদ যা আছে দিয়ে দিতে– নইলে মেরে ফেলা হবে। মৃত্যুর হুমকির পরও যখন চোর নগদ টাকা পয়সা পাচ্ছিলনা সে ঘরের মালামাল তছনছ করতে থাকে। এক পর্যায়ে মালিকের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন, যেটি তাকে সুখ্যাতি এনে দিয়েছে– সেই বিশ্বকাপের মেডেলটিই নিয়ে নেই। সাথে ফুটবল জীবনে পাওয়া অন্য ট্রফিগুলোও। এই ফুটবলারটির নাম জানতে নিশ্চয় কৌতুহল হচ্ছে। বলেই দিই বেরসিক চোরের কবলে পড়া ফুটবলারটি ম্যারাডোনার দেশের ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক উবাল্ডো ফিলল। দেশটির রাজধানী বুয়েন্স আয়ারসের তার নিজের বাসায় এ চুরির কাণ্ডটি ঘটে। ম্যারাডোনার অধীনে ফিলল জাতীয় দলের গোলরক্ষকদের এখন অনুশীলন করাচ্ছেন।

গ্রামীণ ডানোন নেশন্স কাপ

আজ থেকে ব্রাজিলে যাওয়ার লড়াই

স্পোর্টস রিপোর্টার ঃ টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ব্রাজিলে যাওয়ার টিকেট। আগামী ৯ থেকে ১১ অক্টাবর সাও পাওলোতে তারা খেলবে বিশ্বের ৩৯টি শীর্ষস্থানীয় ফুটবল দেশের সাথে। দেশগুলোর নাম শুনলে বিস্মতই হতে হবে। কারণ এখানে যে খেলবে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন, হল্যান্ড, ইতালী, জাপান কোরিয়ামত দলগুলো। এই আসরের টিকেট পেতে আজ থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বাছাইপর্ব। তিন দিনের এই চূড়ান্ত আয়োজনে অংশ নিবে প্রাথমিক পর্বের সাত ভেন্যু চ্যাম্পিয়ন এবং ডেভলপম্যান্ট স্কোয়াড। খেলাগুলো হবে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। গতকাল ড্র' অনুষ্ঠানে তৈরী হয়েছে ফিকশ্চার। প্রতিটি দল খেলবে তিনটি করে ম্যাচ। তাতেই স্থান নির্ধারণ হবে চ্যাম্পিয়ন দল থেকে সর্বনিম্নে থাকা দলটির। গ্রামীণ ডানোন অনূর্ধ্ব-১০ থেকে অনূর্ধ্ব-১২ বছরের ক্ষুদে ফুটবলারদের সামনে এনে দিয়েছে এই অনন্য এই সুযোগ।

গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে চূড়ান্ত পর্বের বিস্তারিত জানিয়েছেন বাফুফের ডেভলপম্যান্ট স্কোয়াডের চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ। এ সময় এই টুর্নামেন্টের ডানোনের ইভেন্ট ম্যানেজার মারি সুবেইরান, গ্রামীণ এবং বাফুফের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। চূড়ান্তপর্বের দলগুলো হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা, নড়াইল জেলা, বাফুফে ডেভেলপমেন্ট স্কোয়াড, নারায়ণগঞ্জ জেলা, গাজীপুর জেলা, খুলনা জেলা, চট্টগ্রাম জেলা এবং লালমহিরহাট জেলা।

বি. লীগে খেলবে কয়টি দল?

স্পোর্টস রিপোর্টার ঃ নতুন ফুটবল মৌসুম আসন্ন। আগামী অগাস্টে অনুষ্ঠিত হবে ফুটবলার দলবদল। অক্টোবরে ফেডারেশন কাপ দিয়ে শুরু হবে ঘরোয়া ফুটবল মৌসুম। ফেডারেশন কাপের পরেই তৃতীয় পেশাদার ফুটবল লীগ (বি.লীগ)। দলবদল বা লীগ আসন্ন হলেও এখনও চূড়ান্ত নয় এবার কয়টি দল অংশ নিচ্ছে বি. লীগের তৃতীয় আসরে। টুর্নামেন্টের ফরম্যাটই বা কি হবে এখনও চূড়ান্ত নয়। বি. লীগের প্রথম দুই আসরে অংশ নিয়েছিল মোট ১১টি দল। যার আটটি দল ছিল ঢাকার, বাকি তিনটি দলের দুটি ছিল চট্টগ্রামের একটি খুলনার। বি. লীগের প্রথম আসরের রেলিগেশন না থাকায় দ্বিতীয় আসরেও অংশ নেয় ১১টি দলই। দ্বিতীয় আসরে রেলিগেশনে নেমে গেছে খুলনা আবাহনী। এই শূন্য স্থানে কাকে বি. লীগে খেলার সুযোগ দিবে বি. লীগ কমিটি। ঢাকার সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফকিরেরপুর ইয়ংমেন্স ক্লাব এবং ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বি. লীগে খেলার দাবীদার নারায়ণগঞ্জের শুকতারা ক্লাব। কিন্তু এর বাইরের শোনা যাচ্ছে সিলেট এবং রাজশাহী বিভাগের দল বি. লীগে খেলানোর পক্ষে বি. লীগ কমিটি! আর এ কারণেই প্রশ্ন উঠেছে বি. লীগের এবারের আসরে কয়টি দল অংশ নিবে।

শীর্ষেই আছেন জিয়া

স্পোর্টস রিপোর্টার ঃ মার্কেন্টাইল ব্যাংক জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের পঞ্চম রাউন্ড শেষেও শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন গত আসরের চ্যাম্পিয়ন গ্র্যান্ড মাস্টার জিয়াউর রহমান। তিনি পূর্ণ পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে শীর্ষে রয়েছেন। পঞ্চম রাউন্ডের খেলায় জিয়া হারিয়েছেন মোহাম্মদ হাসান ঈমামকে। গ্র্যান্ড মাস্টার রিফাত বিন সাত্তার ও গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া চার পয়েন্ট করে নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। গ্র্যান্ড মাস্টার জিয়া ও রিফাত জিতলেও হেরে গেছেন গ্র্যান্ড মাস্টার রিফাত বিন সাত্তার। তাকে হারিয়েছেন ফিদে মাস্টার মোহাম্মদ জাবেদ।

বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশনকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে

স্পোর্টস রিপোর্টার ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এফিলিয়েশেন বা সরকারী স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশন। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) চেয়ারম্যান আহাদ আলী সরকার এর অনুমোদনক্রমে গত ৩০ জুন থেকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রজ্ঞাপনের (এনএসসি/১২০/৪৪/জেন/১৮২৯) মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ২০০৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম বেসবলের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ের মধ্যে ঢাকাসহ বিভিণ্ন জেলায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন, আমন্ত্রণমূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, বিজয় দিবস প্রতিযোগিতা, ঢাকা স্কুল প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় বেসবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।